

- ১। ভাষা হলো বাক্য ও শব্দগুচ্ছের সমষ্টি যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের ভাব ব্যক্ত করে, এবং যার সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে।
- ২। যে বিদ্যাশাখায় ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাই ব্যাকরণ।
- ৩। ভাষার আলোচ্য বিষয় ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।
- ৪। ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় বাগ্যন্ত্র, বাগ্যন্ত্রের উচ্চারণ প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল প্রভৃতি।
- ৫। অধিকাংশ ভাষায় অন্তত দুটি রীতি থাকে। যথা:
  - (১) কথ্য ভাষা রীতি: ভাষার মৌখিক রূপ, অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথা বলি।
  - (২) লেখ্য ভাষা রীতি: লেখ্য ভাষা হলো ভাষার লিখিত রূপ, যা লেখালেখির কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ৬। আঞ্চলিক রীতি বা উপভাষা হলো একটি ভাষার এমন রূপ, যা নির্দিষ্ট ভূগোলিক অঞ্চলে বা জনগোষ্ঠীভেদে ভিন্ন হয়। অপর দিকে মান্য রীতি বা প্রমিত ভাষা হলো একটি ভাষার সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ও আদর্শ রূপ।
- ৭। কাব্য রীতি দুই প্রকার। যথা:
  - (১) পদ্য কাব্য রীতি
  - (২) গদ্য কাব্য রীতি
- ৮। ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহারকৃত প্রত্যঙ্গ কে একত্রে বাগ্যন্ত্র বলে।
- ৯। মুখবিবরের ছাদকে তালু বলা হয়। এর দুটি অংশ। যথা:
  - (১) কোমল তালু
  - (২) শক্ত তালু
- ১০। ধ্বনি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ, যা মানুষের বাক্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় এবং যার সাহায্যে অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। ধ্বনি দুই প্রকার। যথা:
  - (১) স্বরধ্বনি
  - (২) ব্যঞ্জনধ্বনি
- ১১। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কারবর্ণ বলে।
- ১২। যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাদেরকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে।
- ১৩। যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে তাদেরকে ওষ্ঠ ব্যঞ্জন বলে।
- ১৪। যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় ধ্বনিদার হতে বায়ু কণ্ঠনালী হয়ে সরাসরি বের হয়ে আসে তাদেরকে কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন বলা হয়। যেমন: “হাতি” শব্দের “হ”।
- ১৫। উচ্চারণস্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিকে ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়।
  - যথা: (১) ওষ্ঠ ব্যঞ্জন।
  - (২) দন্ত ব্যঞ্জন।
  - (৩) দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন।
  - (৪) মূর্ধন্য ব্যঞ্জন।
  - (৫) তালব্য ব্যঞ্জন।
  - (৬) কণ্ঠ ব্যঞ্জন।
  - (৭) কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন।

১৬। যে ব্যাঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের ডগা দন্তমূল স্পর্শ করে এবং ফুসফুস হতে আসা বাতাস জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে পার্শ্বিক ব্যাঞ্জন বলে।

১৭। বাংলা ভাষায় ৩৭ টি মূলধ্বনিকে প্রকাশের জন্য ৫০ টি বর্ণ রয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে নানা ধরনের কারবর্ণ, যুক্তবর্ণ, অনুবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ।

১৮। ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য

১৯। দন্তমূল ও তালুর মাঝের উচু অংশকে মূর্ধা বলে।

২০। ধ্বনি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ, যা মানুষের বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় এবং যার সাহায্যে অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি ৩৭ টি। ধ্বনি দুই প্রকার।

যথা: (১) স্বরধ্বনি

(২) ব্যঞ্জনধ্বনি

**পরিচ্ছেদ ৯-১৬:**  
**১ নং প্রশ্নের উত্তর:**

- উপসর্গ (Prefix):** উপসর্গ হলো কিছু অর্থহীন বা আংশিক অর্থবোধক অব্যয় বা ধ্বনিগুচ্ছ, যা ধাতু বা শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে অথবা শব্দের অর্থের পরিবর্তন বা সম্প্রসারণ ঘটায়। উপসর্গের নিজস্ব কোনো স্বাধীন ব্যবহার নেই, কিন্তু অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- প্রত্যয় (Suffix):** প্রত্যয় হলো কিছু অর্থহীন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ, যা ধাতু বা শব্দের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং প্রায়শই শব্দের শ্রেণি পরিবর্তন করে। প্রত্যয়েরও নিজস্ব কোনো স্বাধীন ব্যবহার নেই, এটি মূল শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে।
- বিভক্তি (Inflectional Ending):** ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য এবং কারক বোঝাতে পদের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত থাকে সেগুলোকে বিভক্তি বলে।
- নির্দেশক:** যেসব শব্দাংশ পদের সাথে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, তাদেরকে নির্দেশক বলে।
- বচন:** যেসব শব্দাংশ পদের সাথে যুক্ত হয়ে পদের সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে।
- বলক:** যেসব শব্দাংশ পদের সাথে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, তাদেরকে বলক বলে।
- সমাস:** দুই বা ততোধিক অর্থসম্বন্ধযুক্ত পদকে একটি নতুন শব্দে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।
- দ্বন্দ্ব সমাস:** দ্বন্দ্ব সমাস হলো এমন এক প্রকার সমাস, যেখানে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকে এবং ব্যাসবাক্যে সাধারণত 'ও', 'এবং', 'আর' ইত্যাদি অব্যয় পদ দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- বহুব্রীহি সমাস:** বহুব্রীহি সমাস হলো সেই সমাস, যেখানে সমস্যমান কোনো পদের অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় একটি নতুন অর্থকে বোঝায়। অর্থাৎ, ব্যাসবাক্যের কোনো পদই সমস্তপদের অর্থ বোঝায় না, বরং সমস্তপদটি অন্য একটি বিশেষ অর্থ বহন করে।
- সন্ধি:** পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।
- পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব:** কোনো শব্দ বারবার পুনরাবৃত্ত হয়ে দ্বিত্ব তৈরি করলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে।
- অনুকার দ্বিত্ব:** ধ্বনি বা শব্দ অনুকরণ করে গঠিত দ্বিত্ব শব্দ।
- ধ্বনাত্মক দ্বিত্ব:** যখন প্রকৃত বা কাল্পনিক কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনিকে অনুকরণ করে শব্দ গঠন করা হয় এবং তা দু'বার ব্যবহৃত হয়।

## পরিচ্ছেদ ৯-১৬:

২। ক্রিয়াপ্রকৃতির অপর নাম হলো ধাতু।

৩। শব্দের শেষে।

৪। প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার: (১) কৃৎ প্রত্যয়  
(২) তদ্ধিত প্রত্যয়

৫। বাংলা ব্যাকরণে সমাস প্রধানত ছয় প্রকার।

সেগুলো হলো: (১) দ্বন্দ্ব সমাস  
(২) কর্মধারয় সমাস  
(৩) তৎপুরুষ সমাস  
(৪) বহুব্রীহি সমাস

৬। যেসব পদ দিয়ে সমস্তপদকে ব্যাখ্যা করা হয় তাদেরকে ব্যাসবাক্য বলে।

৭। উভয় পদের।

৮। উপমিত কর্মধারয় সমাস।

৯। বহুব্রীহি সমাস।

১০। উভয় মিলে হয় এ-কার (ে)।

১১। নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি।

১২। শব্দদ্বিত্ব।

১৩। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

১৪। প্রত্যয় ও নারী নির্দেশক শব্দ।

১৫। নিত্য নরবাচক : কৃতদার ও অকৃতদার।

নিত্য নারীবাচক : সতীন ও বিধবা।

১৬। “-ইকা” হবে।

১৭। সাধারণ পূরণবাচক সংখ্যা শব্দ।

১৮। ভগ্নাংশ পূরণবাচক।

১৯। ‘পঞ্চমী’ ও ‘একাদশী’ সাধারণ পূরণবাচকের নারীবাচক রূপ এবং ‘ষোলোই’ ও ‘চব্বিশে’ তারিখ পূরণবাচক।

২০। ল্ল (ল এর প্রভাবে ত হয়েছে ল)